দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... APR 1 2000 ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ...

57

জা'নগর বিশ্ববিদ্যালয়

কলাভবনের নির্মাণকাজ শুরু

ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসীদের আনাগোনা

জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ঃ দীর্ঘ তিনবছর পর কলাভবন নির্মাণের কাজ শুরু হলেও দুগ্রুপের চাঁদাবাজিকে কেন্দ্র করে জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয় আবার উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। গত ৩রা এপ্রিল কলাভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের পর থেকেই সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের প্রতিরোধের মুখে বিতাড়িত ছাত্রলীগের খুনীও ধর্ষক গ্রুপের ক্যাডাররা ক্যাম্পাসে প্রকাশ্যে মহড়া দিচ্ছে। এর প্রতিবাদে গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্য লাগাতার আন্দোলন শুরু করেছে।

উল্লেখ্য, ১৯৯৬ সালে নতুন কলাভবণ নির্মাণের সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হয়। প্রথমেই কলাভবনের স্থান নির্বাচন নিয়ে জটিলতা দেখা দেয়। পরবর্তীতে অসমাপ্ত শহীদ মিনার চত্বরের বিপরীত পাশে কলাভবনের স্থান নির্বাচন করা হয়। স্থান নির্বাচনের বিষয়টি নিষ্পত্তি হলে ফ্লোর বরাদ্দকে কেন্দ্র করে কলা অনুষদের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে কলাভবন নির্মাণের কাজ বিলম্বিত হয়। এরপর কলাবভন নির্মাণের কাজ বাধাগ্রস্ত হয় টেন্ডার দাখিল করাকে কেন্দ্র করে। ১৯৯৭ সাল থেকে ১৯৯৯ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ কয়েক দফা টেন্ডার আহ্বান করলেও চাঁদার টাকার ভাগ-বাঁটোয়ারাকে কেন্দ্র করে তৎকালীন ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীর অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং ক্যাম্পাসের অপরাপর স্বার্থান্বেষী মহলের সাথে বিরোধের কারণে একবারও টেন্ডার দাখিল করা সম্ভব হয়নি। ১৯৯৯ সালের ৩০শে জুলাই রাতে ধর্ষক গ্রুপের সন্ত্রাসীদের সশস্ত্র হামলা ও ক্যাম্পাস দখলের নেপথ্যের কারণ টেন্ডারের টাকার ভাগ-বাঁটোয়ারা ছিল বলে জানা যায়।

সাধারণ ছাত্রছাত্রীর প্রতিরোধের মুখে ক্যাম্পাসে বিভিন্ন সময়ে আধিপত্য বিস্তারকারী ছাত্রলীগের ধর্ষক ও খুনি উভয় গ্রুপের সন্ত্রাসীরা বিতাড়িত হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের সন্ত্রাস বিরোধী অভিযানের পর ক্যাম্পাসে মুক্ত পরিবেশে কর্তৃপক্ষ টেন্ডার দাখিলের কাজ সমাপ্ত করে। নয়া উপাচার্য অধ্যাপক আব্দুল বায়েস দায়িত্ব গ্রহণের পর গত ৩রা এপ্রিল ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের মধ্যদিয়ে কলাভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয়। কিন্তু কলাভবন নির্মাণের কাজ শুরু হওয়ার সাথে সাথেই ক্যাম্পাস থেকে বিতাড়িত খুনি ও ধর্ষক গ্রুপের সন্ত্রাসীরা ক্যাম্পাসে অবাধ যাতায়াত শুরু করেছে। তাদের ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থানে বৈঠক করতেও দেখা যাচ্ছে। শহীদ সালাম বরকত হল, মওলানা ভাসানী হল এবং মীর মোশাররফ হোসেন হলে তাদের কেউ কেউ রাতে অবস্থান করছে বলেও বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে। ছাত্রলীগ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের একাধিক সূত্রে জানা গেছে, নির্মাণকাজের টাকার ভাগ পাবার উদ্দেশ্যেই এসব সন্ত্রাসীরা ক্যাম্পাসে যাতায়াত করছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রাজনীতি ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে প্রভাব বিস্তারকারী নেপথ্যের একটি মহল তাদের মদদ দিচ্ছে। জানা গেছে, এ মহলটি ক্যাম্পাসের বিভিন্ন নির্মাণকাজের সময় ক্যাম্পাসে মূলত সরকারি ছাত্রসংগঠনের নেতাকর্মীদের ব্যবহার করে নিজেদের ঘরে বড় অংকের অর্থ তুলে নেয়। এই মহলের সাথে ক্যাম্পাসের প্রভাবশালী শিক্ষক কর্মকর্তারা জড়িত রয়েছেন। ক্যাম্পাসে বলা হয়ে থাকে এই মহলই হচ্ছে 'কিং মেকার'। আশির দশকের শুরু থেকে প্রায় প্রত্যেক উপাচার্যের সময় এ মহল তাদের একচ্ছত্র প্রভাব বজায় রাখে।

১৯৯৭ সালের অক্টোবর মাসে প্রাণ-বিজ্ঞান ইন্সটিটিউট ভবনের নির্মাণকালে টেন্ডারের টাকা নিয়ে ছাত্রলীগের অর্ন্তদ্বন্দ্বে আনন্দ কুমার ঘোষ হত্যার পেছনেও এই মহলের হাত ছিল বলে শোনা যায়। জানা গেছে, বর্তমানে ক্যাম্পাসে খুনি-ধর্ষক গ্রুপের সন্ত্রাসীদের বিচরণ এবং চাঁদার টাকার ভাগ-বাঁটোয়ারাকে কেন্দ্র করে ক্যাম্পাসে অবস্থানরত ছাত্রলীগের উঠতি নেতাকর্মীদের মধ্যেও অন্তর্দ্বন্দ্ব চলছে। এদিকে ক্যাম্পাসে চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের অবাধ বিচরণ এবং ক্যাম্পাসের স্থিতিশীলতা বিনষ্টের অপচেষ্টার প্রতিবাদে গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য গত ৪ঠা এপ্রিল থেকে লাগাতার বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করছে। দিনে সারা ক্যাম্পাসে এবং রাতে বিভিন্ন হলে বিক্ষোভ মিছিল করছে। তারা ইতোমধ্যেই উপাচার্য বরাবর স্মারকলিপি দিয়েছে।